একনজরে-ডিসিএ, ঢাকা

স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে হিসাব নিয়ন্ত্রক কার্যালয়টি একাউন্টস জেনারেল অফিস বা এজি অফিস নামে পরিচিত ছিল, যা ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন সিভিল অফিস সমুহের বিল পাশ করতো এবং ঢাকার বাইরের অফিস সমুহের বিল সংশ্লিষ্ট ট্রেজারী অফিসে পাশ করা হতো। স্বাধীনতার কিছু পূর্ব থেকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এজি এর নিয়ন্ত্রনাধীন ডিসিএ একটি অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সনে এজি (সিভিল) নামে সিজিএ কার্যালয় যাত্রা আরম্ভ করে। পরবর্তীতে সিজিএ এর আওতাধীন ৬৪ টি জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস ও ৪০০ টি উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস সৃষ্টি হয়। একই সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জন্য ঢাকায় ২০ টি প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮৫ সালে পুরাতন বৃহত্তর ২০ টি জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসকে আঞ্চলিক হিসাবরক্ষণ (আরএও) অফিসে রুপান্তর করা হয়। আরএও তার আওতাধীন জেলা ও উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসের হিসাব একীভূত করে সিজিএ কার্যালয়ে প্রেরণ করতেন। পরবর্তীতে ২০০২ সালের ১লা জুলাই আঞ্চলিক হিসাবরক্ষণ অফিস (আরএও) সমূহ বিলূপ্ত করে ৬টি বিভাগে বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় (ডিসিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। হিসাব বিভাগে ---------ও সেবার মান বাড়াতে বর্তমানে ০৮ টি বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৮ টি বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক (ডিসিএ) কার্যালয়ের মধ্যে বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক (ডিসিএ) এর কার্যালয় ঢাকা অন্যতম। এর পূর্বে এই কার্যালয় আঞ্চলিক হিসাবরক্ষণ অফিস (আরএও), ঢাকা এবং তারও আগে জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস (ডিএও), ঢাকা নামে পরিচিত ছিল। স্বাধীনতার পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান এজির নিয়ন্ত্রণাধীন জেলা

হিসাবরক্ষণ অফিস (ডিএও) প্রতিষ্ঠা হলেও ১৯৬৫ সালে সর্ব প্রথম ঢাকা ডিএও অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়।

সরকারের প্রশাসনিক নানা সংস্কারের মধ্য দিয়ে ডিএও এবং আরএও থেকে বর্তমানে ডিসিএ হিসেবে বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক (ডিসিএ) কার্যালয়, ঢাকা নামে এই কার্যালয়ের মাধ্যমে সরকারের আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমানে ডিসিএ, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণে ১২টি ডিএএফও, এবং ৭৬ টি উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস (ইউএও) এর মাধ্যমে সরকারের প্রি-অডিট এবং বাজেট বরাদ্দের হিসাবরক্ষণ ও হিসাবের সংকলন কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়ে আসছে। ডিসিএ, ঢাকা কার্যালয় হতে এর আওতাধিন অফিস সমূহের প্রশাসনিক কার্য সম্পাদন এবং হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। ডিসিএ, ঢাকা প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তার নিয়ন্ত্রণাধীন ৮৮টি পে-পয়েন্টের হিসাব সংকলন পূর্বক (অনলাইনের মাধ্যমে) হিসাব মহানিয়ন্ত্রক ঢাকা কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকে। এছাড়া, সিএন্ডএজি এবং সিজিএ কার্যালয়ের চাহিদামত বিভিন্ন সময়ে রিপোর্ট ও প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে

উল্লেখ, ইতোপূর্বে ডিসিএ, ঢাকা পদটি বর্তমানে ৫ম গ্রেড থেকে ৪র্থ গ্রেডে উন্নীত করা হয়েছে।